আতঙ্কে ইস্ট-ওয়েস্ট এনএসইউ ছাত্ররা

বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের সামনে পুলিশের অবস্থান, বশ্ববিদ্যালয়ে হামলাকারীরা অধরা

সংবাদ : সাইফ বাবলু | ঢাকা , শুক্রবার, ১০ আগস্ট ২০১৮

নিরাপদ সড়কের দাবিতে ৬ আগস্ট সোমবার কোন কর্মসূচি ছিল না বেসরকারি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের। কিন্তু বাইরে থেকে লাঠিসোটাধারী হামলাকারীরা উস্কানি দিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে। এরপর ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে বাইরের হামলাকারীদের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। পুলিশ ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাজে বাধা দেয়া এবং গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে মামলা দিয়ে ছাত্রদের গ্রেফতার করে। ঘটনার ৩ দিন পার হলেও আতঙ্ক কাটেনি শিক্ষার্থীদের।

ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের পক্ষ থেকে ‘তাদের ওপর হামলা ও গাড়ি ভাঙচুরের’ অভিযোগে মামলায় আটক নর্থ সাউথ, ইস্ট ওয়েস্ট এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীসহ ২২ শিক্ষার্থীকে জেলে পাঠানোর ঘটনায় আতঙ্ক আরো বেড়েছে। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় খোলার পর ইস্ট ওয়েস্ট এবং নর্থ সাউথের সম্মুখভাবে পুলিশের সশস্ত্র উপস্থিতি এবং বুধবার রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পুলিশের

আতঙ্কিত শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হচ্ছে না। এ অবস্থায় শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা এবং ক্লাস নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকরাও।

গতকাল সরেজমিন দেখা যায়, সোমবারে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা ভাঙচুর এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার চেষ্টার ঘটনার পর থেকে এখনও থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন ছিল। পুলিশ মোতায়েনের কারণে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিরাজ করছে অজানা আতঙ্ক। গতকাল ইস্ট ওয়েস্টের বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলে সোমবারের হামলা এবং ছাত্র আহত ও গ্রেফতার হওয়ার কারণে তা পিছিয়ে আগামী রোববার নেয়ার সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু গতকালের পুলিশের উপস্থিতি এবং সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে পরীক্ষা কোরবানির ঈদের পর নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। গতকাল অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে আসলেও তাদের চোখেমুখে ছিল গ্রেফতার হওয়ার আতঙ্ক। অনেক শিক্ষার্থী আতঙ্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচয়পত্রও গলায় রাখেনি। সরেজমিন দেখা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে সকাল থেকে আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের বিপুলসংখ্যক পুলিশের সশস্ত্র অবস্থান প্রস্তুত রাখা হয়েছে এপিসিসহ বিভিন্ন গাড়ি। ডিএমপিরও বিপুলসংখ্যক সদস্য উপস্থিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা

কড়া নিরাপত্তা মধ্য দিয়ে প্রবেশ করার পর বের হতে দেখা গেছে।

নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে অদূরে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকার বসুন্ধরা সড়কের মাথায় দেখা গেছে পুলিশের অতিরিক্ত উপস্থিতি। এপিসি এবং গাড়িও দাঁড়ানো ছিল রাস্তায়। গতকাল নর্থ সাউথে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অন্যান্য দিনের তুলানায় অনেক কম ছিল। যেসব শিক্ষার্থী গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনে এসেছে তাদের মধ্যেও ছিল অজানা আতঙ্ক। সেই আতঙ্কের সাথে যোগ হয়েছে বুধবার রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় পুলিশের অভিযান। রেড অ্যালার্ট জারি করে কয়েক হাজার পুলিশ রাত ৮ থেকে শেষ রাত পর্যন্ত পুরো বসুন্ধরার আবাসিক এলাকার বিভিন্ন বাসাবাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছে। পুলিশের তল্লাশিতে ওই এলাকায় বিভিন্ন মেসে, বাসাবাড়িতে ভাড়া থাকা নর্থ সাউথ, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক গ্রেফতার আতঙ্ক ছড়িয়েছে।

ইস্ট ওয়েস্ট এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সোমবার বিনা উস্কানিতে ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করেছিলো অস্ত্রধারী দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইস্ট ওয়েস্ট শিক্ষার্থীদের সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার মধ্যে শিক্ষার্থীদের মারধর করে আহত করা হয়েছে। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষার্থীরাও বিক্ষোভ শুরু করে। সেই বিক্ষোভ ঠেকাতে পুলিশ তাদের ধাওয়া করে পরে সংঘর্ষ শুরু হয়। ঘটনায় শিক্ষার্থীরাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুলিশের সাথে বহিরাগত সন্ত্রাসীরা শিক্ষার্থীদের ধরে ধরে মেরেছে। সংঘর্ষের শেষ দিকে ছাত্ররা শিক্ষকদের পাহারায় বাড়ি ফিরলেও পুলিশের হাতে আটক হওয়া ২২ শিক্ষার্থীসহ অনেকের বিরুদ্ধে মামলা দেয়া হয়েছে। ওই মামলায় ২২ শিক্ষার্থীকে রিমান্ডে এনে মারধরেরও অভিযোগ রয়েছে। এসব কারণে ৩ দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় খুললেও শিক্ষার্থীরা অনেকেই ভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হয়নি। সামনে শিক্ষার্থীদের অনেকের পরীক্ষা। এভাবে চলতে থাকলে শিক্ষার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

নর্থ সাউথের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান বেলাল আহমেদ তার কার্যালয়ে সংবাদকে জানান, তারা এখনও জানেন না তাদের কতজন শিক্ষার্থী গ্রেফতার হয়ে জেলে আছে। অভিভাবকদের পক্ষ থেকেও কিছুই জানানো হয়নি। ঘটনার পর থেকে তাদের বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ছিল। তবে গতকাল শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি অনেক কম ছিল। নর্থ সাউথে ২৫ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী। ক্লাস পরীক্ষা, বিভাগীয় পরীক্ষা চললেও অনেক শিক্ষার্থী গতকালও আসেনি। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির হওয়ার জন্য যোগাযোগ করা হচ্ছে।

ইস্ট ওয়েস্টের জনসংযোগ বিভাগের প্রধান এসএম মহিউদ্দিন জানান, সোমবারের হামলার

পর দু'দিন বন্ধ থাকার পর গতকাল ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছে। গতকাল বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সোমবারে শিক্ষার্থীদের ওপর এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা, শিক্ষার্থী আহতসহ বিভিন্ন কারণে ফাইনাল পরীক্ষা আগামী রোববার হওয়ার কথা থাকলেও তা হচ্ছে না। ঈদের পর ফাইনাল পরীক্ষা নেয়া হবে।

কি ঘটেছিল সেদিন

সরেজমিন ইস্ট ওয়েস্টের শিক্ষার্থী, কর্তৃপক্ষ এবং এলাকার লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সোমবার সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের তখন ক্লাস চলছিল। গতকাল বিভিন্ন বিভাগের ফাইনাল পরীক্ষা থাকায় শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। ইস্ট ওয়েস্টে প্রায় ১৫ হাজার শিক্ষার্থী। ঘটনার দিন প্রায় সহস্রাধিক শিক্ষার্থী এসেছিল। এর মধ্যে কারো ক্লাস পরীক্ষা, কারো ডিপার্টমেন্টের অভ্যন্তরীণ পরীক্ষা এবং বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের কিছু পরীক্ষা থাকায় শিক্ষার্থীরা সেগুলো দিচ্ছিল। সকাল ১০টার পর বাইরে অস্ত্র হাতে ছাত্রদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক সেøাগান দিচ্ছিল কিছু অপরিচিত যুবক (যাদের ছাত্রলীগ, যুবলীগ শ্রমিক লীগ বলে সন্দেহ)। সেøøাগান থেকেই প্রথমে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করে মিছিলকারী যুবকরা। তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধন ফটকে লাঠিসোটা দিয়ে আঘাত এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। কি কারণে ওই হামলা কিছু না

বুঝলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিছিলধারীদের ধাওয়া করে। এরপর ছাত্ররা একত্রিত হয়ে হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ করে। ওই বিক্ষোভ মিছিল দেখে ধাওয়া দেয় পুলিশ। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে শিক্ষার্থীরা ক্যাম্পাসে প্রবেশ করার পর পুলিশের সাথে যুক্ত হয়ে ফের অস্ত্র হাতে আবারও বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা করে। ওই হামলায় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ভাঙচুর এবং শিক্ষার্থীদের লক্ষ করে গুলিও ছোড়ে অজ্ঞাত সন্ত্রাসীরা। এসব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই দিনভর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে পুলিশ এবং স্থানীয় দুর্বৃত্তদের সাথে ত্রিমুখী ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্রসহ শতাধিক আহত হয়। আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসার জন্য ভিসির গাড়িসহ ৩টি গাড়িতে পাঠানোর সময় ওই ৩টি গাড়িতেও পুলিশের উপস্থিতিতে হামলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা, অবৈধ অস্ত্র উঁচিয়ে গুলি করা দুর্বৃত্তদের গ্রেফতার না হলেও পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, তাদের ওপর হামলা, ফাঁড়িতে হামলা চেষ্টা অভিযোগে রাজধানীর বাড্ডা এবং ভাটারা থানায় গ্রেফতার নর্থ সাউথ, ইস্ট ওয়েস্ট এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২ ছাত্র এখন কারাগারে।

ইস্ট ওয়েস্টের একাধিক ছাত্র জানায়, ঘটনার দিন তারা সকালবেলা উপস্থিত ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরীক্ষা থাকায় নিরাপদ সড়কের কোন কর্মসূচিও ছিল না। হঠাৎ করেই বহিরাগতরা তাদের ক্যাম্পাসের বাইরে অস্ত্রসন্ত্র নিয়ে মিছিল করে ছাত্রদের উস্কানি দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় এবং

ছাত্রদের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক স্লোগান দিয়ে হামলা করে বিশ্ববিদ্যালয়ে। এরপর ক্যাম্পাসে থাকা কিছু ছাত্র জড়ো হয়ে বাইরে নামে। তারা মিছিলকারীদের ধাওয়া দেয়। একপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার প্রতিবাদে ছাত্ররা সামনে এগিয়ে বিক্ষোভ করলে পুলিশ তাদের ধাওয়া দেয় এবং লাঠিচার্জ করে। লাঠিচার্জের পাশাপাশি টিয়ারসেল এবং ফাঁকা গুলিও করে পুলিশ। পুলিশের ধাওয়া খেয়ে শিক্ষার্থীরা পাল্টা প্রতিরোধ করে পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ কিছুটা পিছু হটে। এভাবে চলতে থাকলে ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যাওয়া বহিরাগত দুর্বৃত্তরা হেলমেট পরে হাতে পিস্তল, রিভলভার উঠিয়ে শিক্ষার্থীদের ধাওয়া করে। শিক্ষার্থীদের একটি অংশ ক্যাম্পাসে ঢুকে পড়ে। সেই সময় কয়েকজন যুবক হাতে থাকা অস্ত্র দিয়ে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে গুলি করে। শিক্ষার্থীরা তখন ছাদেও ছিল। এরপর লাঠিসোটা নিয়ে দুর্বৃত্তদের সাথে লুঙ্গিপরা কিছু শ্রমিকও যোগ হয়ে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা করে। থেমে থেমে সংঘর্ষ চলতে থাকে বিকেল পর্যন্ত। বিকেলের পর ভিসি পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে কথা বলে শিক্ষার্থীদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করেন।

শিক্ষার্থীরা জানায়, সেদিন তারা পুলিশের ওপর হামলা করেনি। কোন গাড়িও ভাঙচুর করেনি। বরং পুলিশ রাস্তা থেকে তাদের অনেক সহপাঠীকে ধরে নিয়ে গেছে। ইস্ট ওয়েস্টের এক শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে সংবাদকে বলে, ঘটনার দিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আসার পথে

অনেক শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। বিশেষ করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থী ছিল। তারা ইস্ট ওয়েস্টের বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের বন্ধু ছিল। তাদেরও রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ। নর্থ সাউথের ৫৭ জন শিক্ষার্থীকে আটক করেছে পুলিশ। গতকাল পর্যন্ত ১৪ জনকে পুলিশ গ্রেফতার দেখিয়েছে বলে তারা জানতে পেরেছে। বাকি শিক্ষার্থীদের কোন খোঁজ জানে না তারা।

ইস্ট ওয়েস্ট থেকে শুরু হয়ে নর্থ সাউথে

হামলা, সংঘর্ষ, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা শুরু হয়েছিল ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলাকে কেন্দ্র করে। ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার পর হামলাকারীদের সাথে প্রথমে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। ওই খবরে নর্থ সাউথের কিছু শিক্ষার্থী ইস্ট ওয়েস্টে আসে। পরে তারা ফিরে গেলেও ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সাথে দুর্বৃত্ত এবং পুলিশের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া অব্যাহত থাকায় নর্থ সাউথেও দুর্বৃত্তরা হামলার চেষ্টা করে। তখন নর্থ সাউথের শিক্ষার্থীরা জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করলে দুর্বৃত্তদের সাথে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার পর পুলিশও শিক্ষার্থীদের লক্ষ্য করে টিয়ারসেল-ফাঁকা গুলি করে। পুলিশের ছোড়া টিয়ারসেল নর্থ সাউথের ক্যাম্পাসের ভেতরে এসে পড়ে। এতে অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়। শিক্ষার্থীদের সাথে পুলিশের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলতে থাকে সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে

বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

গ্রেফতারে পুলিশ এ অভিযান চালাচ্ছে

বুধবার রাতে আবাসিক এলাকার বিভিন্ন প্রবেশপথ দিয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বিপুল পরিমাণ সদস্য ভেতরে প্রবেশ করে মোড়ে মোড়ে তারা অবস্থান নিয়ে তল্লাশি করে।

কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী বলেন, পুরো এলাকায় কয়েক হাজার পুলিশ টহল দিয়েছে। এতে পুরো এলাকায় গ্রেফতার আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। আশপাশের দোকানদাররা ভয়ে দোকান বন্ধ করে দেয়।

অভিযানে আতঙ্কিত বসুন্ধরা এলাকার শিক্ষার্থীরা জানায়, পুলিশ হীন উদ্দেশ্যে ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ ও সংহতি প্রকাশকারী শিক্ষার্থীদের টার্গেট করে গ্রেফতার করতে এ অভিযান শুরু করেছে। তাদের অভিযোগ, কোন কথা ছাড়াই পুলিশ বিভিন্ন বাড়িতে ঢুকে যাকে তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে। এর আগে গত সোমবার নিরাপদ সড়কের দাবিতে বসুন্ধরা এলাকায় নর্থ সাউথ ও ইনডিপেনডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করলে পুলিশের সাথে দফায় দফায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। ওই সময় পুলিশ শিক্ষার্থীদের কয়েকশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করে। আশরাফুল ইসলাম আকিব নামে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী দুর্বৃত্তদের

হামলায় গুরুতর আহত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় আইসিইউতে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে।